ইক্ষু চাষ খাতে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি-২০২৪

১. পটভূমি:

সারাদেশের চিনিকল এলাকায় অধিক চিনিসমৃদ্ধ ইক্ষু জাত ও বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) উদ্ভাবিত উন্নত রোপা ইক্ষু চাষ প্রযুক্তি দ্রুত বিস্তারের লক্ষ্যে সরকার ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ইক্ষু চাষ খাতে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। এ ভর্তুকি নির্ধারিত জাতের ইক্ষু চাষের জন্য কৃষকদের সরাসরি দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সনে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ভর্তুকি বিতরণের বিষয়ে একটি বিতরণ পদ্ধতি প্রণীত হয়। এরপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর মাধ্যমে ১৫টি চিনিকলের সহায়তায় মিলজোন এলাকায় এ কার্যক্রম বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়। বিএসএফআইসি'র মাধ্যমে মিলজোন এলাকায় ইক্ষুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইক্ষু চাষকে লাভজনক করার জন্য কৃষকদের আর্থিক সহয়তা/ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে হালনাগাদ করা হয়েছে।

২. আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা:

এ সহায়তা/ভর্তুকির লক্ষ্য হচ্ছে সারাদেশে ইক্ষু চাষিদেরকে উন্নত ইক্ষু চাষ প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এর মাধ্যমে ইক্ষু চাষিদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের উন্নয়ন ঘটিয়ে বীজ ইক্ষু, মুড়ি ইক্ষু, রোপা ইক্ষু ও সাথি ফসলের আবাদসহ আগাম ইক্ষু চাষের মাধ্যমে ফলন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। দেশের সকল চিনিকল এলাকায় এ ভর্তুকি বিস্তৃত করা হলে ইক্ষু চাষিদের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষ সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এর ফলে ইক্ষু চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ হবে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। পাশাপাশি দেশের চিনি শিল্প বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং চিনি ও গুড় শিল্পের উন্নতি হবে।

৩. আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি প্রাপ্তির যোগ্যতা:

যে সকল চাষি ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত পালন করবেন তারাই শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকির আওতায় আসবেন:

চাষের পদ্ধতি	অনুমোদিত ইক্ষু জাত	রোপণের শর্ত
ক) নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা ইক্ষু চাষ	ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৪, (শুধুমাত্র নীচু এলাকার জন্য ও বিলম্বে কর্তনের ক্ষেত্রে), ঈশ্বরদী-৩৫, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, এবং বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮ সহ নতুন অবমুক্ত অন্যান্য ইক্ষু জাত।	রোপা ইক্ষু চাষ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রোপণ করা যাবে তবে সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩ ফুট এবং চারা থেকে চারার দুরত্ব ১ ফুট রাখতে হবে।
খ) নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা ইক্ষু ও সাথি ফসল চাষ	ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৪, (শুধুমাত্র নীচু এলাকার জন্য ও বিলম্বে কর্তনের ক্ষেত্রে), ঈশ্বরদী-৩৫, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, এবং বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮ সহ নতুন অবমুক্ত অন্যান্য ইক্ষু জাত।	
গ) নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা পদ্ধতিতে বীজইক্ষু উৎপাদন	ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৪, (শুধুমাত্র নীচু এলাকার জন্য ও বিলম্বে কর্তনের ক্ষেত্রে), ঈশ্বরদী-৩৫, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, এবং বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮ সহ নতুন অবমুক্ত অন্যান্য ইক্ষু জাত।	
ঘ) পদ্ধতিগত মুড়ি ইক্ষু চাষ	ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৪, (শুধুমাত্র নীচু এলাকার জন্য ও বিলম্বে কর্তনের ক্ষেত্রে), ঈশ্বরদী-৩৫, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩, বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, এবং বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮ সহ নতুন অবমুক্ত অন্যান্য ইক্ষু জাত।	১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রচলিত ও রোপা যে কোন পদ্ধতিতে আবাদযোগ্য।
ঙ) পদ্ধতিগত আগাম আখচাষ	ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২১, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৪, (শুধুমাত্র নীচু এলাকার জন্য ও বিলম্বে কর্তনের ক্ষেত্রে), ঈশ্বরদী-৩৫, ঈশ্বরদী-৩৬, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০, বিএসআরআই আখ ৪৩,	৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে তবে সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩ ফুট এবং চারা থেকে

	বিএসআরআই আখ ৪৪, বিএসআরআই আখ ৪৫, এবং বিএসআরআই আখ ৪৬ ও বিএসআরআই আখ ৪৮ সহ নতুন অবমুক্ত অন্যান্য ইক্ষু জাত।	চারার দুরত্ব ১ ফুট রাখতে হবে।

৪. চাষি নির্বাচন ও বিতরণ পদ্ধতি:

ভর্তুকি প্রদানের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী সকল ইক্ষু চাষির নাম ও জমির তথ্যাদির তালিকা উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তার সহায়তায় প্রস্তুত করে তালিকায় তার প্রত্যয়নসহ ইক্ষু উন্নয়ন সহকারীরা প্রথমে সাবজোন অফিসে জমা দেবেন। সাবজোন প্রধানগণ তা যাচাই বাছাই করে চিনিকলের ইক্ষু বিভাগে জমা দেবেন। এরপর ইক্ষু বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রস্তুতকৃত তালিকা যাচাই করে প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ)/মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) এর নিকট পেশ করবেন। প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ সরেজমিন পরিদর্শন করে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কৃষক ও জমির পরিমাণের বিষয় প্রত্যয়নসহ (প্রয়োজনবোধে সংশোধনসহ) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) এর প্রতিস্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভর্তুকিযোগ্য চাষি তালিকা অনুমোদন করবেন এবং বিএসএফআইসিতে প্রেরণ করবেন। চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি মিলওয়ারী কৃষক তালিকার সফট কপিসহ মোট কৃষক সংখ্যা ও ভর্তুকিযোগ্য জমির পরিমাণ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটকে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে জানাবেন এবং তার অনুলিপি সফট কপিসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্পমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষক তালিকা প্রয়োজন মাফিক যাচাইয়ের পর (সংশোধন প্রয়োজন হলে তা সম্পাদন করে) এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ভর্তুকিযোগ্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী ভর্তুকির অর্থ (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস চার্জসহ) বরাদ্দের প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন।

৫। আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বিতরণ খাত ও একর প্রতি অর্থের পরিমাণ:

ক্রম.	উপখাতের নাম	একর প্রতি ভর্তুকির পরিমাণ (টাকা)
০১	নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা ইক্ষু চাষ	৪০০০.০০
০২	নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা ইক্ষু ও সাথি ফসল চাষ	৫০০০.০০
০৩	নির্দিষ্ট জাত দ্বারা রোপা পদ্ধতিতে বীজ ইক্ষু উৎপাদন	৪৫০০.০০
০৪	পদ্ধতিগত মুড়ি ইক্ষু চাষ	৩০০০.০০
০৫	পদ্ধতিগত আগাম ইক্ষু চাষ	৩৫০০.০০

উল্লেখ্য যে, ভর্তুকির অর্থের সাথে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস চার্জ যোগ করে মোট ভর্তুকি নির্ধারণ করা হবে।

ইক্ষু চাষিদের ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং নতুন নীতিমালা/পদ্ধতি নির্ধারণ করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএসআরআই এবং বিএসএফআইসি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি চাষিদের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সময়ে সময়ে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে।

৬. আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বরাদ্দ ও অর্থ ছাড় পদ্ধতি:

ভর্তুকির অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে কৃষি মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করবে এবং অর্থ ছাড়ের সম্মতি প্রদানের জন্য মে মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে। অর্থ বিভাগ অর্থ ছাড়ে সম্মতি প্রদান করলে কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এর মহাপরিচালকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত বিলের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনকে মিলজোন এলাকায় কৃষকদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রদান করবে।

৭. আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি:

চাষি এবং চিনিকলের সুবিধা ও জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের সৃষ্ট সুবিধা করপোরেশন কর্তৃক যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ খাতে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বাবদ প্রদেয় অর্থ পরিশোধের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(ক) ভর্তুকির তালিকা অনুযায়ী মিলের হিসাব বিভাগ ভর্তুকির অর্থ যে কোন সরকারি ব্যাংকের ডিজিটাল ব্যাংকিং/উপযুক্ত ডিজিটাল মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে ইক্ষু চাষিদের মাঝে বিতরণ করবে;

(খ) ইক্ষু চাষ খাতে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি এর আওতায় একই খানার (Household) অন্তর্ভুক্ত একজন কৃষক একটি ক্যাটাগরিতে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি প্রাপ্ত হবেন;

(গ) প্রতি বৎসর ইক্ষু চাষের মৌসুম শুরুর পূর্বে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থের চাহিদা নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। আবাদ শেষে প্রকৃত অর্জনের ভিত্তিতে অর্থের চাহিদা পুনঃনির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) ইক্ষু চাষ খাতে আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি এর আওতায় কৃষক নির্বাচন থেকে শুরু করে ভর্তুকি বিতরণ পর্যন্ত সকল কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসারের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঙ) চিনিকলের ইক্ষু বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ভর্তুকির তালিকার (চাষির নাম ও ঠিকানা, একাউন্ট/ওয়ালেট নম্বর ও টাকার পরিমাণ) সফট ও হার্ড কপি স্ব-স্ব মিলের হিসাব বিভাগে প্রেরণ করবে;

(চ) স্ব-স্ব মিলের হিসাব বিভাগ ভর্তুকির যাবতীয় হিসাবাদি সংরক্ষণ করবে। চাষিদের মাঝে টাকা বিতরণের পর হিসাব বিভাগ একটি প্রতিবেদন মিলের ইক্ষু বিভাগে ও বিএসএফআইসি সদর দপ্তরে প্রেরণ করবে। হিসাব বিভাগ কর্তৃক পরবর্তীতে টাকার বিল সমন্বয়ের ব্যবস্থা করবে।

৮. মনিটরিং কার্যক্রম:

আর্থিক সহায়তা/ভর্তুকি মনিটরিং এর জন্য নিম্নোক্ত কমিটি কাজ করবে:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা	সভাপতি
২.	উপসচিব, নীতি-৫ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মহাব্যবস্থাপক (ফিল্ড রিসার্চ), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি), ঢাকা	সদস্য
৫.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সংশ্লিষ্ট চিনি কল)	সদস্য
৬.	উপজেলা কৃষি অফিসার, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	সদস্য
৭.	বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি ইক্ষু চাষিদের ভর্তুকি বিতরণ কার্যক্রম (চাষি নির্বাচন ও আবাদি জমির পরিমান নির্ধারণসহ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন করবে (বৎসরে কম পক্ষে একবার প্রয়োজনে একাধিকবার করতে পারবে) এবং সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করবে। এছাড়া মহাপরিচালক, বিএসআরআই প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং কমিটি গঠনপূর্বক তাদের সকল চিনিকলে ভর্তুকি বিতরণ কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করবে। এ সব সাব-কমিটি মাঠ পর্যায়ে ভর্তুকি বিতরণ কার্যক্রম এর সুবিধাভোগী চাষিদের জমি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের পর সুপারিশসহ প্রতিবেদন বিএসআরআই এর মহাপরিচালক এর নিকট পেশ করবে। কৃষি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও প্রয়োজনে যেকোন সময় এ কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।

৯. রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ:

সংশ্লিষ্ট চিনিকলগুলো ভর্তুকির অর্থ বিতরণে সাবজোন বিতরণ রেজিষ্টার, কৃষকের তালিকা ও অনুমোদিত কৃষক সংখ্যা, জমির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন এবং ভর্তুকি বিতরণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় হিসাবাদি সংরক্ষণ করবে। ভর্তুকি বিতরণ শেষে সকল হিসাব সংবলিত একটি প্রতিবেদন বিএসআরআই কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এছাড়া, ভর্তুকি বিতরণ শেষে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট মিল ৩০ জুন এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় বিএসআরআই এবং বিএসএফআইসি'কে অবহিত করবে।

২৭/১০/২০২৪

শরীফ মোঃ ইসমাইল হোসেন
উপসচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার